পরীক্ষাটির জন্যে প্রথমেই নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন(উত্তরগুলো আগে দেখবেন না)  
১. জনির মার তিন সন্তান। প্রথম জন এপ্রিল, দ্বিতীয়জন মে। তাহলে তৃতীয় জনের নাম কি?  
২. মাংসের দোকানের একজন কর্মচারীর উচ্চতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং সে ১৩ সাইজের স্নিকার পায়ে দেয়। সে কি ওজন করে?  
৩. মাউন্ট এভারেস্ট আবিস্কারের পূর্বে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পর্বত কোনটি ছিল?  
৪. একটা ২ ফুট বাই ৩ ফুট বাই ৪ ফুট খালি গর্তে কতটুকু ময়লা আছে?  
৫. ইংরেজি কোন শব্দটি সবসময় ভুল ভাবে করা হয়?  
৬. বিলির জন্ম ডিসেম্বরের ২৮ তারিখ কিন্তু তার জন্মদিন সবসময় গরম কালে হয়, এতা কীভাবে সম্ভব?  
৭. ব্রিটিশ কলোম্বিয়া আপনি কাঠের পা নিয়ে কারও ছবি তুলতে পারবেন না, কেনো?  
৮. একটি রেসে আপনি যদি ২য় স্থানের মানুষটিকে অতিক্রম করেন তাহলে আপনি এখন কততম?  
৯. কোনটি সঠিক? ডিমের কুসুম সাদা নাকি ডিমের কুসুমগুলো সাদা?  
১০. একজন কৃষকের একটি ক্ষেতে ৫টি খরের গাঁদা রয়েছে এবং অন্ন একটি ক্ষেতে ৪টি রয়েছে। যদি সে সবগুলো খরের গাঁদা একটি ক্ষেতে আনে তাহলে তার মোট কয়টি খরের হবে?

**উত্তর**  
১. জনি।  
২. মাংস।  
৩. মাউন্ট এভারেস্ট।  
৪. খালি গর্তে কোনো ময়লা নেই।  
৫. ভুল।  
৬. বিলি দক্ষিন গোলার্ধে থাকে।  
৭. ছবি তোলার জন্যে কেমেরা লাগে কাঠের পা দিয়ে ছবি তুলা যায় না।  
৮. আপনি ২য় তম।  
৯. কোনটাই না, কারন কুসুম হলুদ রঙের।  
১০ একটি, কারন সবগুলো খরের গাঁদা মিলিয়ে ফেললে একটাই হয়ে যাবে।

উপরের কিছু প্রশ্ন হয়তো খুবই সাধারন ছিল কিন্তু এগুলোর উত্তরগুলো আসলে আমদের মস্তিষ্কের কাজ সিদ্ধান্ত নেয়ার ধরন প্রকাশ করে।  
আমাদের মস্তিষ্ককে ধন্যবাদ তার কাজের ধরনের কারনে, আমাদের আসলে একটা মানসিকতা হল আমরা শুধু তাই দেখি যা আমরা দেখতে চাই। এমনকি ব্যাবসার ক্ষেত্রেও এটি বড় ধরনের প্রভাব রাখে। যখন আমরা জা চাই তাই দেখি তখন আমরা কাজের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটা দেখি না কারন আমদের মস্তিষ্ক আমাদেরকে বলে যে ঝুঁকি আসবে না। আমরা নানা ধরনের সুযোগ হারাই কারন আমরা শুধু অতীতে কি হয়েছে তাই দেখি কিন্তু কি হতে পারতো টা নিয়ে ভাবি না।  
আমাদের ব্রেন তথ্যের ঘাটতি পছন্দ করে না তাই আমরা প্রথম প্রশ্নটির ক্ষেত্রে কিছু না ভেবেই উত্তর টা দিয়ে দেই। এছাড়াও আমাদের ব্রেন আসলে ধারাবাহিকতা দেখতে পছন্দ করে। তাই প্রথম উত্তরটা বেশির ভাগ মানুষই এপ্রিল, মে এর সাথে মিল করে বলবে জুন। কিন্তু একটু ভাব্লেই তারা হয়তো বুঝতে পারতো যে উত্তরটা আসলে জনি।.  
আরেকটি ভালো উধাহরন হতে পারে কীভাবে আমরা ডিমের কুসমের প্রশ্নটার উত্তর দিবো। আমরা সবাই জানি ডিমের কুসুমের রঙ হলুদ কিন্তু প্রশ্নের ধরনের কারনে আমরা এখানে চেষ্টা করবো গ্রামারের ভুল-সুদ্ধ ধরার জন্যে।  
আসলে আমরা চাইলেও আমাদের মস্তিষ্কের কাজ করার এই ধরন পাল্টাতে পারবো না। হয়তো ভবিষ্যতে পারবো কিন্তু এখন অন্তত সম্ভব না। বরং এখন আমরা যেটা করতে পারি তা হল কীভাবে আমাদের ব্রেন কাজ করে তা বুঝা এবং মাঝে মাঝে খুজার চেষ্টা করা আমরা কোন বিষয়টি ভুল করছি। মশ্তিস্ককে আসলে এভাবে ধাঁধাঁর মধ্যে ফেলে দিলে আমরা হয়তো এমন কিছু ব্যাপার খুজে পাবো জা আমরা আগে কখনও ভেবেও দেখিনি।